উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (رضي الله عنها) [জীবন ও কর্ম]

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

মিজানুর রহমান ফকির

দাওরায়ে হাদীস, মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স, মিরপর-১, ঢাকা।
বিএ (অনার্স), এমএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

পি.এইচ.ডি. (উসূলুল ফিকহ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

আলোকিত প্রকাশনী

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	২৪
সম্পাদকের বাণী	৩০
গ্রন্থকার পরিচিতি	৩৪
অনুবাদক পরিচিতি	৪১

প্রথম অধ্যায়:
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু'আনহার জীবনী

ভূমিকা	৪৩
জন্ম ও জন্মের প্রাথমিক আলোচনা	৪৩
পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা	৪৫
মায়ের দিক থেকে তাঁর বংশধারা	৪৫
তাঁর জন্ম	৪৭
শৈশবকাল:	৫০
প্রথম পরিচ্ছেদ: শুভ যোগলবন্ধন	৫৫
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বিবাহের মোহর	৬৩
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বিয়ের তারিখ	৬৫
মদিনায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত	৬৭

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসর ৭২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নববী বিদ্যালয়ে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ৮১

লেখাপড়া ও জ্ঞান অন্বেষণ ৮১

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক স্ত্রী থাকার কতিপয় কারণ ৮২

সন্তান প্রতিপালনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর বিচক্ষণতা ৮৬

জটিল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার শরণাপন্ন হওয়া ৯১

পারিবারিক বিষয়াদি ১১১

নবী পরিবারের বাসগৃহের চিত্র ১১১

নবীগৃহের আসবাবপত্র ১১৩

অভাব-অনটন ১১৫

খায়বার বিজয়ের পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর স্ত্রীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ ১১৬

নিজ হাতে রান্না-বান্না করা ১১৮

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় শাসনামলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের ভাতা বাড়িয়েছিলেন ১১৯

দাম্পত্য জীবন ১২২

দাম্পত্য জীবন ও নারীদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পারস্পরিক তুলনা ১২২

পরিবারের প্রতি যেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২৩

জীবনসঙ্গিনীর প্রতি ভালোবাসা ১২৪

প্রিয়তম জীবনসঙ্গী ১৩৪

সতীনদের প্রতি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ঈর্ষার কয়েকটি উদাহরণ ১৩৭

সহধর্মিনীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমল আচরণ ১৪৪

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈশগল্প ১৪৮

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে পানাহার ১৫২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্ত্রীদের নিয়ে সফর করা ১৫৫

দৌড় প্রতিযোগিতা ১৫৭

অগাধ ভালোবাসা ও মান-অভিমান ১৫৯

খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ঈর্ষা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত ১৬১

নিজ হাতে ঘরের কাজ (ও স্বামীর সেবা) আঞ্জাম দেয়া ১৬৭

স্বামী (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্য ও নির্দেশ পালন ১৬৯

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁকে উদারতা ও মহানুভবতার সাথে পরিপালন ১৭১

ঘরের দীনী পরিবেশ ১৭৪

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার অভ্যন্তরীণ ধর্ম জীবন ১৭৫

ঘরেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন ১৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সতীন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার আচার-ব্যবহার ১৮৫

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সতীনগণ ১৮৫

১. খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ১৮৬

২. সাওদা বিনতে জাম‘আহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ১৮৮

৩. হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ১৯০

৪. উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ১৯৩

৫. জুওয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ১৯৬

৬. উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ১৯৭

৭. উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ২০৬

৮. উম্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ২০৭

৯. উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া বিনতে হুয়াই রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ২০৮

কয়েকটি দুর্বল বর্ণনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ ২১২

সতীনের সন্তানদের প্রতি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ভালোবাসা ২২৬

সৎ সন্তানদের সংখ্যা ২২৬

সায়্যিদা যয়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ২২৬

সায়্যিদা ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহ 'আনহার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ২২৮

কিছু ভিত্তিহীন ও দুর্বল বর্ণনা সম্পর্কে সতর্কীকরণ ২৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইফকের ঘটনা ও তায়াম্মুমের বৈধতা ২৩৯

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ২৩৯

প্রথমত: ইফকের ঘটনা ২৪১

বনু মুসতালিক যুদ্ধে মুনাফিকদের অংশগ্রহণ ২৪১

সফরসঙ্গিনী হলেন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ২৪১

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের মানসিকতা ২৪৩

গলার হারটি হারিয়ে যায় ২৪৫

কাফেলা চলে গেল ২৪৬

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এলেন ২৪৬

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও অপবাদ ২৪৭

সাফওয়ান ও হামনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা এবং অন্যান্য ২৪৯

আলী ও উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার সঙ্গে একান্ত পরামর্শ ২৫৪

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রতি বনু উমাইয়্যার আপিত্ত ও নিরসন	২৫৬
যয়নাব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সাক্ষ্যপ্রদান	২৫৬
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণ এবং আউস-খাযরাজের দ্বন্দ্ব	২৫৭
জীবনের চূড়ান্ত সঙ্কটময় মূহূর্তেও ধৈর্যধারণ	২৫৮
ইফকের ঘটনার পিছনে মুনাফিকদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	২৬০
ইফকের ঘটনা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মূর এর অবস্থান	২৬৫
দ্বিতীয়ত: তায়াম্মুমের বিধান	২৭২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাহরীম, ঈলা ও তাখঈর এর ঘটনা	২৭৭
প্রথমত: তাহরীমের ঘটনা	২৭৭
কিছু ভ্রান্তিমূলক বিষয় ও তা নিরসন	২৮৫
দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঈলার ঘটনা	২৮৯
তৃতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাখঈর এর প্রেক্ষাপট	২৯৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: প্রিয়তমের বিদায়: হিজরী একাদশবর্ষ	৩০১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন	৩০১

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার গৃহে অবস্থানের ইচ্ছার কারণ ৩০২

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর ইমামতি ৩০৩

চিরনিদ্রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩০৫

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমাধি: সেই স্মৃতিময় ঘর ৩০৯

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার স্বপ্ন ৩০৯

পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বিতীয় বিয়ে নিষিদ্ধ কেন? ৩১১

সপ্তম পরিচ্ছেদ: প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পর আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ৩১৪

আবু বকর আস-সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগ ৩১৪

আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যু ৩১৬

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগ: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর সদাচার ৩১৯

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর অন্তিম ইচ্ছা ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ত্যাগ ৩২২

উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাসনামল ৩২৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ: ফিতনার উৎপত্তি ও জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ ৩২৭

ইয়াহূদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা’র ইসলাম গ্রহণ ৩৩০

খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাহাদাত এবং আলী ইবনে আবি তালিবের বাই‘আত গ্রহণ ৩৩৪

আলী বিন আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগ ৩৩৮

সংশোধন ও মীমাংসার আহ্বান ৩৪২

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার উন্নত মনোবল ৩৪৩

সংস্কারের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বসরা অভিমুখে রওনা ৩৪৬

বনু উমাইয়ার দূষিত বীজ ৩৪৮

হাওয়াবের পুষ্করিণী ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ফিরে আসার সংকল্প ৩৪৯

কুফায় মুসলিমদের অবস্থা ৩৫২

বসরায় আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ভাষণ ৩৫৪

বসরার গভর্নরের অপরিণামদর্শিতা ৩৫৭

বসরায় আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার বক্তব্য ৩৫৯

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার আরেকটি বক্তব্য ৩৬১

পক্ষাবলম্বন: দলাদলি ও বাদানুবাদ ৩৬৩

বিরোধী পক্ষের আক্রমণ ও তাঁর ধৈর্যধারণ ৩৬৪

কুফাবাসীদের প্রতি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার চিঠি: ৩৬৯

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের নামে চিঠি ৩৬৯

বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের নামে চিঠি ৩৭১

জঙ্গে জামাল (উটের যুদ্ধ) ৩৭৪

সন্ধিস্থাপন ৩৭৬

কা'কা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর দুই দলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ৩৭৭

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক তালহা ও যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়া, যুদ্ধ থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ এবং যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর শাহাদত ৩৭৯

তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর শাহাদত ৩৮১

যুদ্ধে কুরআন প্রদর্শন ৩৮১

উম্মুল মুনিনীনের ওপর আক্রমণ এবং বনু দাব্বার প্রতিরোধ ৩৮১

যুদ্ধ থামাতে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার উটকে নিয়ন্ত্রণে আনা ৩৮৩

যুদ্ধের সমাপ্তি ৩৮৪

সসম্মানে ও সশ্রদ্ধায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহাকে বিদায় জানানো ৩৮৬

ইজতিহাদী ভুলের জন্য আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার অনুশোচনা ৩৮৮

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর মনোমালিন্যের দাবির খণ্ডন ৩৯০

ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ 'আনহু কর্তৃক ওলীদ ইবনে আব্দুল মালিকের দাবি খণ্ডন ৩৯৬

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা প্রশ্নকারীদেরকে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন	৪০১
নবম পরিচ্ছেদ: মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর শাসনামলে উম্মুল মুমিন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা	৪০৩
খারেজীদের ব্যাপারে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার দৃষ্টিভঙ্গি	৪০৬
মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে উপদেশ	৪০৮
ইয়াযীদের বাই'আত প্রসঙ্গ	৪০৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার দাফনের ঘটনা	৪১০
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার অবস্থান	৪১১
দশম পরিচ্ছেদ: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মৃত্যু	৪১৫
উত্তরাধিকার	৪২০
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার উপনাম	৪২০

দ্বিতীয় অধ্যায়:
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার চারিত্রিক গুণাবলি, বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং ইলমী অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার শামায়েল (চারিত্রিক গুণাবলি) ৪২৬

দৈহিক গঠন ও পোশাক-পরিচ্ছেদ ৪২৬

স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-আচরণ ৪২৮

অল্পেতুষ্টি ৪২৯

নারীদের প্রতি সহযোগিতা ৪৩১

স্বামীর আনুগত্য ৪৩১

গীবত ও অন্যের দোষ চর্চা থেকে বিরত থাকা ৪৩৩

উপহার গ্রহণে অনীহা ৪৩৫

আত্মপ্রশংসা ও তোষামোদ এড়িয়ে চলা ৪৩৭

অত্মসম্মানবোধ ৪৩৮

সাহসিকতা ৪৪২

দানশীলতা ও বদান্যতা ৪৪৩

ইবাদত-বন্দেগী ৪৫২

ছোটখাটো বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বন ৪৫৬

দাস-দাসীদের প্রতি মমতা ও তাদের প্রতি কোমল আচরণ ৪৫৮

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের স্তর অনুযায়ী সহযোগিতা	৪৬১
পর্দার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান	৪৬১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বিশেষ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য	৪৬৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ইলমী অবস্থান	৪৭২
ভূমিকা	৪৭২
ইলম ও ইজতিহাদ	৪৭৭
প্রথম আলোচনা: কুরআনুল কারীম সম্পর্কে তাঁর ইলম	৪৭৮
কুরআন ও তাঁর বাল্যকাল	৪৭৮
কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধকরণ	৪৮০
মুসহাফে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা	৪৮০
হাদীস গ্রন্থগুলোতে তাফসীরের পরিমাণ	৪৮৪
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার কয়েকটি তাফসীর	৪৮৫
তাফসীরশাস্ত্রের একটি মূলনীতি	৪৮৭
ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার ইখতিলাফ	৪৯২
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত কিরাআতে শাযযাহ (দুর্বল কিরাআত)	৫০১
দ্বিতীয় আলোচনা: হাদীস সম্পর্কে তাঁর ইলম	৫০৪

উম্মুল মুমিনী আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা ও অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীগণ	৫০৪
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা, বড় বড় সাহাবী ও অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম	৫০৭
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কেরাম	৫০৯
‘মুকসিরীন’ বা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার অবস্থান	৫১০
বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	৫১১
মুকসিরীন সাহাবীদের নিকট রিওয়াতের পাশাপাশি হাদীসের মর্ম অনুধাবনের গুরুত্ব	৫১২
শরীয়তের বিধান ও তার কারণ বর্ণনায় আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার গুরুত্বারোপ	৫১৩
হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা	৫২০
সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার ভুল সংশোধন	৫২২
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সংশোধনের মূলনীতি	৫২৪
ক. কোনো সুন্নাহ কুরআনের বিপরীত হলে তাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না	৫২৪
মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার মাসআলা	৫২৪
২. মৃত ব্যক্তির শ্রবণের মাসআলা	৫২৮
৩. কুলক্ষুণে তিনটি বস্তু: নারী, জানোয়ার, ঘর	৫৩০

৪. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মহামহিম রবের দর্শনলাভ ৫৩২

৫. মুতা‘ বিয়ের হুকুম ৫৩৪

৬. ব্যভিচারের মাধ্যমে ভূমিষ্ট সন্তান নিকৃষ্ট তিনজনের একজন ৫৩৫

খ. গভীর বুঝ ও উপলব্ধি ৫৩৬

গ. ব্যক্তিগত জ্ঞান ৫৪৭

ঘ. স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ৫৫৫

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলন ৫৫৯

তৃতীয় আলোচনা: ফিকহ, কিয়াস ও ইজতিহাদের মূলনীতি সম্পর্কে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ইলম ৫৬১

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর উসূল ৫৬১

ফিকহশাস্ত্রের প্রাথমিক ইতিহাস ৫৬১

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ফিকহের মূলনীতি ৫৬৩

আল-কুরআনুল কারীম থেকে উদ্ঘাটন ৫৬৩

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে উদ্ঘাটন ৫৬৭

কিয়াসে আকলী তথা বুত্তিমত্তা ৫৭৭

সুন্নাহর প্রকারভেদ ৫৮১

সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে মতভেদের তালিকা ৫৮৫

চতুর্থ আলোচনা: তাওহীদ ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ইলম ৫৯২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হাত ও অন্যান্য বিষয় সাব্যস্তকরণ ৫৯৩

আল্লাহর দর্শন লাভ ৫৯৪

গায়েব জানা প্রসঙ্গ ৫৯৭

ওহী গোপন করা প্রসঙ্গ ৫৯৯

নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ প্রসঙ্গ ৬০১

রুহানী মি'রাজ বা আত্মিক ঊর্ধ্বগমন ৬০৩

ন্যায়নিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম ৬০৭

খেলাফতের ক্রমধারা ৬০৮

মৃতদের শ্রবণ ৬১০

পঞ্চম আলোচনা: শরীয়তের নিগূঢ় রহস্যের ব্যাপারে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ব্যুৎপত্তি ৬১১

কুরআনুল কারীম অবতণের ক্রমধারা ও বিষয়-বিন্যাস ৬১৬

মদীনায় ইসলাম প্রচারের সফলতার রহস্য ৬২০

জুমু'আর দিন গোসল করা ৬২২

সফরে সালাতকে কসর করা ৬২৩

ফজর ও আসরের পর সালাত পড়ার নিষেধাজ্ঞা	৬২৪
বসে সালাত আদায় করা	৬২৫
মাগরিবের সালাত তিন রাকাত ফরয হওয়ার শরীয়তসিদ্ধ কারণ	৬২৭
ফজরের সালাত দুই রাকাত ফরয হওয়ার শরীয়তসিদ্ধ কারণ	৬২৮
আশুরার সিয়ামের কারণ	৬২৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পুরো রমাদ্বান মাস তারাবীহ সালাত আদায় না করার কারণ	৬৩১
হজের হাকীকত	৬৩৩
ওয়াদিয়ে মুহাসসাবে অবস্থান করা	৬৩৪
কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা	৬৩৫
হাতিম ও পবিত্র কা‘বা নির্মাণ	৬৩৮
সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করা	৬৪৩
হিজরতের হাকীকতের ব্যাখ্যা	৬৪৬
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কক্ষে দাফন করা প্রসঙ্গ	৬৪৭
ষষ্ঠ আলোচনা: চিকিৎসা, ইতিহাস, বক্তৃতা ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান	৬৪৯
চিকিৎসাবিদ্যা	৬৪৯

ইতিহাস ৬৫২

সাহিত্য ৬৫৮

বক্তৃতা ৬৬১

কাব্যজ্ঞান ৬৬৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: তা'লিম (শিক্ষা প্রদান), ফতোয়া দান ও ইরশাদ (কল্যাণমূলক নির্দেশিকা) এর ক্ষেত্রে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার ভূমিকা ৬৮২

১. তা'লীম (শিক্ষাদান) ৬৮৩

নারী শিষ্যবৃন্দ ৬৯৩

বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ ৬৯৫

২. ফতোয়া প্রদান ৭০৪

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক উলামায়ে সাহাবা ও মুফতিদের স্তরবিন্যাস ৭০৫

যারা অধিক পরিমাণ ফতোয়া দিতেন ৭০৫

ফতোয়া প্রদানে যারা মাঝামাঝি ছিলেন ৭০৬

যারা খুব কম ফতোয়া দিতেন ৭০৬

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ফতোয়া দিতেন ৭০৭

৩. ইরশাদ (হিদায়াত ও দিকনির্দেশনা) ৭২৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: বিশ্বের সকল নারী জাতির প্রতি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার অনুগ্রহ ও অবদান ৭৪৪

নারীর অধিকার রক্ষা ৭৪৯

মাসআলায় নারীদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝা ৭৫১

১. গোসলে চুলের বেনী খোলা প্রসঙ্গ ৭৫১

২. হজে চুল কাটানো প্রসঙ্গ ৭৫২

৩. ইহরাম অবস্থায় মোজা পরিধান করা প্রসঙ্গ ৭৫৩

৪. ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা প্রসঙ্গ ৭৫৩

৫. ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরা প্রসঙ্গ ৭৫৪

৬. ইহরাম অবস্থায় পোশাক পরিধান প্রসঙ্গ ৭৫৫

৭. ব্যবহারিক অলঙ্কারের যাকাত প্রসঙ্গ ৭৫৬

৮. নিহতের দিয়ত বা রক্তমূল্যে নারীর অংশ ৭৬১

৯. উত্তরাধিকারে নারীর অংশ ৭৬১

১০. নারীদের একান্ত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাখ্যা ৭৬৩

কাপড় বা চাদরের ঝুল লম্বা রাখা প্রসঙ্গ ৭৬৩

১১. বিবাহে নারীর সম্মতি প্রসঙ্গ ৭৬৫

১২. জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া প্রসঙ্গ ৭৬৫

১৩. ইদ্দতকালীন খোরপোষ প্রসঙ্গ ৭৬৭

১৪. ইদ্দতের সময় সফর করে ঘরে ফেরা ৭৭০

১৫. ইচ্ছাধিকার দেয়ায় তালাক হওয়া-না হওয়া ৭৭৩

১৬. জোরপূর্বক তালাক দিতে বাধ্য করলে ৭৭৫

১৭. তালাক ও রাজা'আতের সংখ্যা ও সীমা ৭৭৬

১৮. হজে মেয়েলি অপারগতা ৭৭৮

নারী জগতে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার অবস্থান ও মর্যাদা ৭৮১

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী ৭৮১

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ও বিখ্যাত অমুসলিম নারীগণ ৭৮১

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ও বিখ্যাত মুসলিম নারীগণ ৭৮৩

খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ও ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ৭৮৪

মারইয়াম 'আলাইহাস সালাম ও 'আসিয়া 'আলাইহাস সালাম ৭৮৬

গ্রন্থপঞ্জি ৭৮৮

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সৎকাজ সম্পাদিত হয় এবং যাঁর কৃপায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শত-সহস্র সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরিত হয়েছেন এবং সকল নবী ও রাসূলগণের ওপর, সাহাবায়ে কেরামের ওপর, আর নবী পরিবার ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের ওপর। অতঃপর..

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণী, চর্চিত কর্মই হলো সুন্নাহ তথা হাদিস, ইসলামের দ্বিতীয় উৎস, মুসলিম জীবনের নানা বিধি-বিধান ও আদব-শিষ্টাচারের মৌলিক কেন্দ্রবিন্দ। এই মহান উৎসটির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁর প্রিয় হাবিবের চারিপাশে মহান একটি জাতির সান্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন, ঠিক তদ্রূপ তাঁর মহিমাময় পবিত্র গৃহে এমন কতক মহীয়সী নারীদের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, যারা হয়ে উঠেছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রমণী ও গুণবতী, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সান্নিধ্যের বদৌলতে বিশ্বইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হতে পেরেছিলেন। তাঁর দাম্পত্য জীবনের নানা সুন্নাহকে তাঁরা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এটাই তো স্বভাবিক। কারণ তাঁদের শিক্ষক ছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যিনি মাটির মানুষকে সোনার মানুষ গড়ার কারিগর এবং আরবের বেদুইন-নিরক্ষর জাতিকে সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শরূপে গড়ে তোলার রূপকার। তাঁরই পরম সযত্ন অনুশাসনে, প্রেমময় জাদুকরী ব্যবহারে তাঁরা মুসলিম হৃদয়ের গহীনে সম্মানের আসন অলংকৃত করতে পেরেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পাক-পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে যিনি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বাধিক নিবেদিতা ও প্রেমময়ী, তিনি হলেন আয়েশা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা।

হ্যাঁ, সম্মানিত পাঠক! তিনিই আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা। তিনি ছিলেন নববী কাননের সেই ফুল যার অপূর্ব সুবাসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বদা মোহিত ও মাতোয়ারা করে রাখতেন। তিনি ছিলেন নববী সংসারের সেই জ্যোতি যিনি তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাম্পত্য সংসারকে সদা আনন্দময় ও পুলকিত করে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই ভালোবেসে আদর করে তাঁকে ডাকতেন ‘হুমায়রা’। তিনি স্বউচ্ছ্বাসে বলতেন: “নারীদের ওপর আয়েশার মর্যাদা এমন, সকল প্রকার খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা যেমন।” [বুখারী: ৩৪১১]

শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই নয়, বরং তিনি তাঁর অনন্য গুণে আকাশে ও ফেরেশতালোকেও ছিলেন সম্মানে ভূষিত। স্বয়ং জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে সালাম পাঠিয়েছিলেন। [বুখারী: ৩৭৬৮] তাঁর গৃহে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিল হতো।

কেন এমন হবে না! ইনি সেই পবিত্র রমণী যার চারিত্রিক পরিশুদ্ধিতায় মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে, যা কিয়ামত অবধি মুসলিমদের যবানে অনুরণিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে থাকার সময় এক অমলিন আত্মসুখ অনুভব করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমও জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব ভালোবাসতেন।

তাই আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘরে তাঁর অবস্থানকালে তাঁরাও নানা প্রকার হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তিনি এবার তাঁর পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমাতে যাচ্ছেন তখনও তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে কাছে চেয়েছেন, তাঁর গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চেয়েছেন। হয়েছেও তাই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কোলে মাথা রেখেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন আরবের ইতিহাস ও বংশনামায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা আশৈশব তাঁর পিতা থেকে আরবের ইতিহাস, বংশ পরিক্রমা, সভ্যতা, কালচার ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আগমনের পর তাঁর প্রতিভার আরো উন্মেষ ঘটে। এ যেন সোনায় সোহাগা। এবার তিনি সাহিত্য জ্ঞান-গরিমা, কাব্যজ্ঞান, ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিদ্যা, ভাষাজ্ঞান, হাদিস, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদিতে ব্যাপক ও বিস্তৃত বুৎপত্তি অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তিনি হয়ে উঠেন মুসলিমদের মধ্যমণি। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম ও তৎকালীন শাসকগণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তাঁর দারস্থ হতেন। ফতোয়া ও মাসায়েল, হাদিস ও তাফসীরশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সাহাবী ও তাবেঈদের জন্য বিশেষত নারীদের জন্য মাতৃতুল্য অবস্থানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর প্রায় ৪৬ বছর যাবৎ পর্দার অন্তরালে থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় ও বিভিন্ন ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। একদিকে তিনি যেমন লোকদের শরঈ সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, ভগ্নিপুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের, ভ্রাতুষ্পুত্রী

আমরাহ বিনতে আবদুর রহমানের মতো সুবিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস গড়েছেন, অপরদিকে মুসলিমদের দুর্দিনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

পর্দার অন্তরালে থেকেও কীভাবে রণাঙ্গনের নেতৃত্ব দেওয়া যায় তার নমুনাও তিনি পেশ করেছেন। মুসলিমদের অন্তরে তিনি কতটা আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন, মানুষ তাঁর জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন উষ্ট্রীর যুদ্ধে তাঁর পক্ষের এক যোদ্ধার রণসঙ্গীতে সেটা দারুনভাবে উৎকলিত হয়ে ওঠে। সেই যোদ্ধা বলেছিলেন:

يَا أُمَّنَا يَا خَيرَ أُمٍّ نَعْلَمْ أَمَا تَرَيْنَ كَم شُجَاعٍ يُكلَمْ

وَتَخْتَلِي هَامَتُهُ وَالْمُعْصَمْ

"হে আমাদের মাতা, হে আমাদের শ্রেষ্ঠ মাতা, দেখুন! আপনার বীর সন্তানদের দেখুন! কত বীর কত আঘাত বুক পেতে নিচ্ছে। কত বক্ষ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। কত মস্তক যমীনে ছিটকে পড়ছে। দেখুন, আপনার বীর সন্তানদের দেখুন!"

বনু দাব্বার এক যোদ্ধা ব্যঘ্র হুংকারে উচ্চারণ করছিল:

يَا أُمَّنَا يَا عَيْشَ لَنْ تُرَاعَ كُلُّ بَبِّكَ بَطَلَ شُعَـــاع

يَا أُمَّنَا يَا زَوْجَـــةَ النَّبِيْ يَا زَوْجَةَ الْمُبَارَكِ الْمَهْـدِي

"হে আমাদের মাতা, হে আয়েশা, আপনি একটুও বিচলিত হবেন না। আপনার একেকটা সন্তান চির দুর্জয় বীর, চির সাহসী যোদ্ধা।

হে আমাদের মাতা, হে আমাদের প্রিয়তমের প্রিয়তমা, হে আমাদের বরকতময় রাসূলের স্ত্রী, আমাদের আদর্শ পুরুষের সহধর্মিনী।"

সম্মানিত পাঠক! খ্যাতিমান গবেষক ইতিহাসবেত্তা, সীরাত বিশেষজ্ঞ

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রাহিমাহুল্লাহ এ গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবনের সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবনীতে এতটা সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল কোনো গ্রন্থ দ্বিতীয়টি আমার চোখে পড়েনি। সম্মানিত লেখক আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার সীরাত যতটা সবিস্তার ও নান্দনিক করে তুলেছেন সে হিসেবে বলা যায় যে, গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনন্যা ও অতুলনীয়। এতে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জন্ম, বংশ পরিচয়, পরিবার ও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, তাঁর শৈশবকালে, তাঁর শৈশবকালীন সরলতা, বুদ্ধিমত্তা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর শুভ পরিণয়, সংসার জীবন, সংসার জীবনের নানা অভিমান-অনুরাগ, জ্ঞানের অর্জনের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ, পতিভক্তি, আল্লাহভীতি, মিতব্যয়িতা, অল্পেতুষ্টি, কৃচ্ছতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে অভাব-অনটনকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া, মুনাফিক কর্তৃক তাঁর ওপর অপবাদ আরোপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা, তাঁর উপলক্ষে একাধিক বিধান অবতীর্ণ হওয়া, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ফাতাওয়া প্রদান, ত্রিশটিরও অধিক বিষয়ে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে যৌক্তিক মতবিরোধ, উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর নির্মম শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী সাম্রাজ্যে অরাজকতা, যুদ্ধবিগ্রহ, জঙ্গে জামাল ইত্যাদি, সবশেষে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মৃত্যু ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে প্রমাণ্য ও সমৃদ্ধ চিত্র গ্রন্থটিতে ফুটে উঠেছে।

আমি সম্মানিত পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলে রাখা সঙ্গত মনে করছি যে, আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রাহিমাহুল্লাহ মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচনা করেছিলেন। এরপর গ্রন্থটিকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করেন মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ নদভী। লেখক মূল উর্দু গ্রন্থে হাদিস ও ইতিহাস বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করেছেন,

কিন্তু মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ নদভী সেই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলোকে সবিস্তারে উল্লেখ করে টীকা সংযোজন করেছেন, যা বিখ্যাত ইসলামিক ওয়েবসাইট-গ্রন্থাগার 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ'য় স্থান পেয়েছে। আমি গ্রন্থটি মৌলিকভাবে আরবি থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছি।

বইটির আদ্যোপান্ত পড়ে সম্পাদনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মানজুরে ইলাহী হাফিজাহুল্লাহ।

সম্মানিত পাঠক! আমরা বইটিকে সুখপাঠ্য ও সরল করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেছি, কিন্তু মানুষ মাত্রই ভুল করে। তাই কোনো হৃদয়বান পাঠকের কাছে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরানোর চেষ্টা করব।

পরিশেষে সম্পাদনাসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে যারা বইটিকে ছাপাযোগ্য করে তুলেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ যেন আমাকে ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ক্ষমা করে দেন, এর মাধ্যমে আমলের পাল্লা ভারী করে দেন এবং সবার পরকালীন নাজাতের একটি মাধ্যম বানিয়ে দেন। আমিন।

মিজানুর রহমান ফকির
প্রভাষক (আরবী), মোহনগঞ্জ আলিম মাদ্‌রাসা
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

সম্পাদকের বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি জ্ঞানকে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সত্য-সুন্দর পথ প্রদর্শনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যাঁর জীবনদর্শন মানবজাতির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর জীবনচর্চা ও নির্দেশিত পথই আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ বানিয়েছেন।

জ্ঞান মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য একটি বিষয়, যা আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের একজন মহিয়সী নারী। কেবল তিনি একজন সাধারণ গৃহিণী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন নানাবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ও অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী হিসেবে তাঁর সাহচর্যে কাটানো জীবন আমাদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, জ্ঞানী ও দূরদর্শী একজন নারী। পরবর্তী প্রজন্মের বহু সাহাবী তাঁর থেকে হাদিস ও ফিকহ শিখেছেন। তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও দিশারী।

"উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা [জীবন ও কর্ম]" শীর্ষক গ্রন্থটিতে ইসলামের অন্যতম মহান নারীব্যক্তিত্ব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সহধর্মিণী এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার অনন্যসাধারণ জীবন, চরিত্র ও সমাজে তাঁর অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এটি কেবল একটি জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং এটি ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দীনদারি ও একজন নারীর অনন্যসাধারণ অবদান সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার।

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম প্রিয়তমা স্ত্রী ও একজন বিদুষী নারী। দাম্পত্যজীবনে তিনি যেমন প্রজ্ঞা, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার প্রতীক ছিলেন, তেমনি সমাজজীবনেও অসাধারণ নেতৃত্বগুণ প্রদর্শন করেছিলেন। তরুণ বয়সেই তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি অগাধ অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ জ্ঞান সংগ্রহ করেন, যা আজও ইসলামী জ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর ঘর ছিল জ্ঞান ও ইসলামী ফিকহের কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন মাসআলার সুরাহা পেতেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা কেবল সেই সময়েই নয়, আজও মুসলিম সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছে।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রাহিমাহুল্লাহর রচিত এই গ্রন্থটি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে

এমনভাবে তুলে ধরেছে, যা তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে পাঠককে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠা আমাদের জানিয়ে দেয়, কীভাবে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবন চারিত্রিক, আত্মিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের এক অপরূপ সমন্বয় হয়ে উঠেছিল।

এই গ্রন্থটি নারীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জীবনচরিত প্রমাণ করে, ইসলামে নারীর ভূমিকা শুধুমাত্র গৃহকোণে আবদ্ধ নয়; বরং তারা শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনকি কঠিন সময়েও তিনি দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, যা আজও আমাদের নারীদের জন্য প্রেরণার উৎস। তাঁর জীবনদর্শন থেকে আমরা শিখি—নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজের কল্যাণে সমানভাবে অবদান রাখতে সক্ষম।

বাংলা ভাষায় বইটির অনুবাদ করেছেন মোহনগঞ্জ আলিম মাদ্‌রাসা, নেত্রকোণা-এর আরবি প্রভাষক মিজানুর রহমান ফকির, যার মেধা ও শ্রমের ফলে পাঠকরা এই জীবনী সাহিত্যটির সৌন্দর্য ও ভাবার্থের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পারবেন এবং একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা উপহার পাবেন।

আমি বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ে গভীরভাবে প্রবেশ করে বিষয়বস্তু এবং লেখকের ভাবনা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের অভিব্যক্তি এবং তথ্যের গভীরতা আমাকে আপ্লুত করেছে। অবশ্য আমি বইটির যে জায়গাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা সঙ্গত মনে করেছি, সেখানে তা করেছি।

আশা করছি, এই সংশোধনীগুলো বইটির গুণগত মানকে আরও উন্নত করবে, পাঠকদের হৃদয়ে নতুন করে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করবে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করবে। বর্তমান যুগে, যখন নৈতিক অবক্ষয় এবং পারিবারিক ভাঙন ক্রমশ বাড়ছে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবনী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতেই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তাঁর জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা শুধু নারী নয়, পুরুষদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। পারিবারিক জীবনে কীভাবে ভালোবাসা, ত্যাগ ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা যায়, তা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

দো‘আ করি আল্লাহ তা‘আলা লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকসমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবন ও কর্ম আমাদের সবার জন্য পথপ্রদর্শক হোক এবং আমরা যেন তাঁর জীবন থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে আলোকিত করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে এই বইয়ের শিক্ষা অনুযায়ী চলার তৌফিক দিন এবং আমাদের জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করুন—আমিন।

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ঢাকা।

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ أجمَعِينَ.

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পত্নী ও সাহাবীগণের ওপর।

জন্ম ও জন্মের প্রাথমিক আলোচনা

নাম, উপনাম ও বংশ পরম্পরা: তিনি আয়েশা নামে পরিচিত। সিদ্দিকা তাঁর উপাধি। উম্মুল মুমিনীন বা মুমিনদের মা বলে তাঁকে সম্বোধন করা হয়। উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ। কখনও কখনও তাঁকে আল-হুমায়রা[১] বলা হতো। নবী

১. আল-হুমায়রা শব্দের অর্থ হচ্ছে, সুন্দর শুভ্র, যেমনটি বলেছেন আল্লামা যাহাবী তাঁর সিয়ারের মধ্যে। [দেখুন, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা (২/১৪০)] যেসব বর্ণনায় আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার উপাধি ‘হুমায়রা’ এর উল্লেখ রয়েছে তা মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রমাণিত নয়, যেমনটি হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মাওদু‘আত কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। তাতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «خُذُوا شَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاء» ‘তোমরা এই হুমায়রা থেকে তোমাদের দীনের একটি অংশ গ্রহণ কর।’ কেউ কেউ এই উপনামের অস্তিত্ব সুনানে নাসায়ীতে সহীহ সনদে আছে বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু আমি অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরও তা কোথাও খুঁজে পাইনি। এমনকি ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “যত হাদীসে ‘হে হুমায়রা’, অথবা ‘হুমায়রা’র উল্লেখ রয়েছে প্রতিটি হাদীসই বানোয়াট ও মিথ্যা। যেমন- «يَاحُمَيْرَاءُ لَاتَأْكُلِي الطِّيْنَ فَإِنَّهُ يورثُ كَذَا وَكَذَا» (হে হুমায়রা! মাটি খেয়ো না। কারণ তা এই এই রোগ জন্ম দেয়)। [ইবনুল কাইয়্যিম, আল-মানারুল মুনীর (১/৬০)]

"তার (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসল্লামের) স্ত্রীগণের মাহরের পরিমাণ ছিল বারো 'উকিয়া' ও এক 'নাশ'। তিনি বললেন, তুমি কি জান এক 'নাশ' এর পরিমাণ কতটুকু? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এক 'নাশ' এর পরিমাণ হলো আধা 'উকিয়া'। সুতরাং মোট হলো পাঁচশ' দিরহাম। এ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীগণের মাহর।"[২৬] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থেও এটি সুপ্রমাণিত[২৭]। (অর্থাৎ তার মাহর ছিল পাঁচশ' দিরহাম।)

এই হলো আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মাহর। যদি আজ আমাদের সমাজে প্রচলিত অতিরঞ্জিত মাহরকে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার মাহরের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে তা আমাদের ও তাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখাবে। তার চেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হলো যে, স্বল্প মাহর ধার্য করা এখন অপমান, লাঞ্ছনা, তুচ্ছজ্ঞান ও সামাজিক মর্যাদার অবক্ষয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, এখন যে প্রশ্নটি উঠছে তা হলো, বর্তমানে এমন কোনো একটি পরিবার কি আছে যা সিদ্দীকের পরিবারের চেয়েও উচ্চতর এবং গুণে, সম্মানে, সৌভোগ্যে ও মর্যাদায় তাঁর কাছাকাছি? মনুষ্যজগৎ কি আজ এমন কোনো একটি কন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছে যে গুণে-মানে সিদ্দিকের কন্যার চেয়েও উচ্চ মর্যাদার? উত্তর হবে, অবশ্যই না।

---

২৬. মুসলিম, আস-সহীহ, পরিচ্ছেদ: মাহর, হাদীস নং ১৪২৬; আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন (৪/৫), নং ৬৭১৬; দারেমী, আস-সুনান, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মাহর কেমন ছিল?, হাদীস নং ৩৩৪৭।

২৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ (৬/৯৩), নং ২৪৬৭০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নববী বিদ্যালয়ে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা

লেখাপড়া ও জ্ঞান অন্বেষণ:

তৎকালীন আরব ছিল শিক্ষা ও লেখাপড়াশূন্য পরিবেশ। নারী তো দূরের কথা পুরুষদের মধ্যেই জ্ঞান অন্বেষণের কোনো চাহিদা ছিল না।

ইসলামের আভির্ভাবের সময় সমগ্র কুরাইশে লেখাপড়া জানা লোক ছিল মাত্র ১০ এর কিছু বেশি, যার মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মহিলা। তার নাম আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ আল-আদাবিয়া।[৪৪]

ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার সাথে সাথে লেখাপড়া শিল্পের বিকাশ ও এর প্রচার-প্রসারেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। বরং এটা সকল মানুষকে দান করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থিব নিয়ামত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুরূপ এটি এক মহান সৌন্দর্য ও বড় অনুগ্রহ, যা ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে প্রদান করেছে। এর সর্বোত্তম প্রমাণ হলো বদরের দিনের ঘটনা। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা নিজেদের মুক্তিপণের অর্থ দিতে অক্ষম তাদের মুক্তিপণ হলো আনসারদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখানো।[৪৫]

---

৪৪. আল্লামা বালাযুরী, ফুতুহুল বুলদান (১/৪৫৮)।

৪৫. বদরের দিন কুরাইশদের কিছু যুদ্ধবন্দী ছিল যাদের কোনো মুক্তিপণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মুক্তিপণ ধার্য করেছিলেন

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন:

«أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ كَيْفَ هُوَ؟ وَمِنْ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ، أَوْ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَتَنْعَتُ لَهُ الْأَنْعَاتَ، وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ، فَمِنْ ثَمَّ».

“আপনার চিকিৎসা জ্ঞানে আমি মুগ্ধ। আপনি এটা কীভাবে আয়ত্ব করলেন? কোথায় থেকে এ বিদ্যা শিখেছেন? তিনি বললেন, হে উরাইয়্যাহ! (তিনি উরওয়া ইবনে হিশামকে আদর করে এই নামে ডাকতেন।) শেষ বয়সে প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকতেন এবং আরবের প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে চারদিক থেকে গমনাগমন করত। তারা তাঁর জন্য ঔষধ বলে দিত, আর আমি তা দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করতাম। এভাবেই আমি তা আয়ত্ব করি।”[৬১]

জটিল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার শরণাপন্ন হওয়া:

জ্ঞানার্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা বিশেষ কোনো ক্লাস ছিল না। কারণ শরীয়াহ শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বাড়িতে উপস্থিত থাকতেন এবং আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কক্ষটি মসজিদ সংলগ্ন থাকায় তিনি দিন-রাত তাঁর সান্নিধ্যে মসজিদে নববীতে থাকার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এ কারণে বাড়ির বাইরে শ্রোতাদের সামনে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা দিতেন তা থেকে

৬১. প্রাগুক্ত।

তিনি উপকৃত হতেন। যখন তিনি কোনো বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যেতেন এবং তা বুঝতে পারতেন না বা ভালোভাবে শুনতে পেতেন না, তখন তিনি ঘরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন।[৬২] খুব নিকটে থেকে শোনার জন্য কখনও কখনও তিনি মসজিদের কাছে চলে যেতেন। তাছাড়া তিনি মহিলাদের শিক্ষা ও নসীহতের জন্য সপ্তাহে একটি দিনও বরাদ্দ করেছিলেন।[৬৩] ফলে তিনি দিন-রাত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করতেন।

তাঁর অভ্যাস ছিল যে, যখনই কোনো প্রশ্ন উদয় হতো তখনই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতেন। তিনি ছিলেন অধিক প্রশ্নকারী। আশ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁর মন শান্ত হতো না। কোনো বিষয় পুরোপুরি উদ্ভাসিত

---

৬২. দেখুন: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ (৬/৭৫), নং ২৪৫১১, ২৪৫০৭, ২৪৫১৪।

৬৩. ইমাম বুখারী আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন

غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ».

"নারীরা একবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, পুরুষেরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান পূর্বেই পাঠাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তখন জনৈক স্ত্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালে? তিনি বললেন: দু'টি পাঠালেও।" [বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, পরিচ্ছেদ: নারীদের জ্ঞান লাভের জন্য আলাদাভাবে দিন নির্ধারণ করা যায় কি?, হাদীস নং ১০১]

হওয়া পর্যন্ত সে বিষয়ের খুঁটিনাটি সব বিষয় তাঁর অন্তরে উদয় হতেই থাকত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলেন,

«مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ»

“(কিয়ামতের দিন) যার থেকে হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।”

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন: আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

“তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে” [সূরা আল-ইনশিক্বাক: ৮]

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এর অর্থ হলো হিসাবের জন্য পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে নেয়া হবে সে ধ্বংস হবে।[৬৪]

একবার, তিনি আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী পাঠ করলেন:

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

“যেদিন এ যমীন পরিবর্তিত হয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমানসমূহও; আর মানুষ উন্মুক্তভাবে উপস্থিত হবে এক, একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর সামনে।” [সূরা ইবরাহীম: ৪৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

৬৪. লেখক হাদীসটি বুখারী (ইলম অধ্যায়), হাদীস নং ১০৩; মুসলিম (জান্নাত ও তার নিয়ামত এবং এর অধিবাসীসের বর্ণনা অধ্যায়), হাদীস নং ২৮৭৬; তিরমিযী (কিয়ামত ও মর্মস্পর্শী বিষয় অধ্যায়), হাদীস নং ২৪২৬; আবু দাউদ (জানাযা অধ্যায়), হাদীস নং ৩০৯৩ এ উল্লেখ করেছেন।

وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ

“কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।” [সূরা আয-যুমার: ৬৭]

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা তখন জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: “সিরাতে”।[৬৫]

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনলাম,

মানুষকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়। আমি তখন বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি তাহলে পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের দিকে

---

৬৫. যে বর্ণনায় রয়েছে যে, মহান আল্লাহ বলেন: يَوۡمَ تُبَدَّلُ ٱلۡأَرۡضُ غَيۡرَ ٱلۡأَرۡضِ...এটি ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মুসনাদে মাসরূক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেছেন: আমিই প্রথম ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে يَوۡمَ تُبَدَّلُ ٱلۡأَرۡضُ غَيۡرَ ٱلۡأَرۡضِ..এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: ‘সিরাতে’। [মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: জান্নাত ও জাহান্নমের বর্ণনা, হাদীস নং ২৭৯১; তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন, হাদীস নং ৩১২১; ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায়: পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস নং ৪২৭৯; দারেমী, আস-সুনান, অধ্যায়: সদয় হওয়া, হাদীস নং ২৮০৯]

আর যে বর্ণনায় আল্লাহ তা‘আলার বাণী: وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ..সেটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী [তাফসীরুল কুরআন অধ্যায়, হাদীস নং ৩২৪১]। সেখানে এসেছে যে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: ‘জাহান্নামের উপরকার পুলসিরাতের উপর’। আবু ঈসা (ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, উল্লিখিত সনদসূত্রে গরীব। [আহমাদ, আল-মুসনাদ (৬/১১৬), নং ২৪৯০০; নাসায়ী, সুনানুল কুবরা (৬/৪৪৭), নং ১১৪৫৩]

পারিবারিক বিষয়াদি

নবী পরিবারের বাসগৃহের চিত্র

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে যে ঘরে তুলে ছিলেন তা কোনো সুউচ্চ শানদার বিলাসবহুল প্রাসাদ ছিল না। বরং, এটি ছিল বনু নাজ্জারের মহল্লায় মসজিদে নববীর পাশে একটি ছোট হুজরা, যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বাসস্থান হিসেবে তৈরি করেছিলেন। মসজিদে নববীর পাশের ঘরগুলো ছিল ছোটছোট ও সেগুলোর আঙ্গিনাগুলোও ছিল কাছাকাছি। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার হুজরার অবস্থানটি ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে[৯০]। এই হুজরার দরজাটি ছিল মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মনে হয় যেন মসজিদে নববীই হুজরার আঙিনা। ইতিকাফ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার দিকে মাথা এগিয়ে দিতেন, আর আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁর মাথার চুল আঁচড়ে দিতেন।[৯১]

হাদীস। তিনি তাতে বলেছেন:

صَلَّيْتُ صَلَاةً كُنْتُ أُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَبِي نُشِرَ، فَنَهَانِي عَنْهَا، مَا «تَرَكْتُهَا».

“আমি এমন এক সালাত আদায় করেছি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমি পড়তাম। যদি আমার পিতা পুনরুত্থিত হয়ে আমাকে তা থেকে নিষেধ করতেন আমি তা মানতাম না।” [(৬/১৩৮), নং ২৫১২২] হাদীসটি প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর দীনি বিষয়গুলো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কতটা নিষ্ঠার সাথে শিখেছিলেন! বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের আল-মুসনাদ (৬/১৩৮), (৬/১৪৭) এবং (৬/১৫১)।

৯০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ইমাম আস-সামহুদী রচিত খুলাসাতুল ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

৯১. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

বনু মুসতালিকের যুদ্ধে দুটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। উভয় ঘটনাতেই আল্লাহ তা'আলা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা চিরন্তন সম্মান এবং অফুরন্ত মর্যাদার দান করেছিলেন। প্রথম ঘটনার ফলে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয় এবং অন্যটির ফলে নাযিল হয় নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক নারীদের সম্মান রক্ষার আইন- যেমনটি চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে ইমাম আহমদের এক বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদায়বিয়ার সফরে বের হয়েছিলেন। বিদায় হজের সফরে তো উম্মুল মুমিনীনদের অধিকাংশই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। সুতরাং এতে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থাকা স্বাভাবিক।

দৌড় প্রতিযোগিতা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজি এবং ঘোড়দৌড় পছন্দ করতেন। তিনি সাহাবীদেরকে তা করতে উৎসাহিত করতেন এবং নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন,

---

«فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

"আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। অতঃপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সাথে আবারো দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছে ফেলে দিলেন বিজয়ী হলেন। তিনি বলেন, এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।" [আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৫৭৮; ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ (১০/৪৫৪), ৪৬৯১; ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ (৬/২৬৪), নং ২৬৩২০; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (১০/১৭), (১০/১৮)]

অগাধ ভালোবাসা ও মান-অভিমান:

নারী চরিত্র ও নারী বৈশিষ্ট্যের ফাঁকে ফাঁকে এমন অতল সমুদ্র রয়েছে যাতে প্রেম, ভালোবাসা, সোহাগ, ওয়াদাপূরণ ও কোমলতা সর্বোচ্চ ও চমৎকার দৃশ্যে জ্বলজ্বল করতে থাকে। নিঃসন্দেহে নারীর চিরন্তন বৈশিষ্ট্যের একটি দিক হলো তার ভালোবাসা সোহাগ ও অভিমান। নারী খুব দ্রুত বোঝাপড়া করে নিতে ও অভিমানের সময় শেষ করে ফেলতে আগ্রহী থাকে। অনেকেই এই ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। ফলে হাদীসের ভাণ্ডারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাম্পত্য জীবনের যেসব ঘটনায় তাদের ভালোবাসা ও অভিমান রয়েছে সেগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন তারা মনে করে এটি বোধহয় উম্মতের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলার একটি ধরন। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, এখানে একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলছেন। একজন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কথা বলছেন। তাই হাদীসের বিপুল ভাণ্ডারে এ সংক্রান্ত যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা পুরোপুরি অনুধাবন করতে হবে এবং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায় সেগুলোকে প্রয়োগ করতে হবে।

এই প্রকারের একটি হাদীস হলো, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার এই উক্তি,

كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُوْلُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ﴾ قُلْتُ مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ.

“যেসব মহিলা নিজেকে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঈর্ষাবোধ করতাম। আমি (মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে ন্যস্ত করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ তা’আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, ‘আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।’ [সূরা আহযাব: ৫১]

তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনি যা ইচ্ছা করেন আপনার রব, তা-ই শীঘ্র পূর্ণ করে দেন।”[১৬১]

এ কথার দ্বারা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার উদ্দেশ্য আপত্তি করা ছিল না, বরং এটি ছিল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এক ধরনের প্রেমময়তা, রসিকতা ও ভালোবাসা।

বিশিষ্টজনেরা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার বক্তব্যের আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন, যা হলো আল্লাহ তা‘আলা তার প্রিয়তমের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই পূরণ করেন। বস্তুত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার হৃদয়কে শক্তিশালী করা এবং তাকে দাওয়াতের জন্য দৃঢ় করা।

আমরা দেখেছি যে, ‘তাখয়ীর’ (ইচ্ছাধিকার এর) আয়াত নাযিলের পরেও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রীতি

১৬১. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন, হাদীস নং ৪৭৮৮; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: দুগ্ধপান, হাদীস নং ১৪৬৪; নাসায়ী, আস-সুনান, অধ্যায়: বিয়ে, হাদীস নং ৩১৯৯; ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায়: বিয়ে, হাদীস নং ২০০০।

পরিবর্তন করেননি। বরং তিনি তার স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানে পালা বদলের জন্য অনুমতি চাইতেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِيْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ ﴿تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ...﴾

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি চাইতেন এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও, ‘আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোনো অপরাধ নেই....।’ [সূরা আল-আহযাব: ৫১][১৬২]

খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ঈর্ষা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত:

মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কথা বেশি বেশি আলোচনা করতেন; কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে উচ্চ অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তার জন্য যতটা ব্যথিত হয়েছেন অন্যের জন্য কখনও এতটা ব্যথিত হননি। তিনি কারো স্মৃতি এতটা দীর্ঘায়িত করেননি যতটা দীর্ঘায়িত

১৬২. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন, হাদীস নং ৪৭৮৯; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: তালাক, হাদীস নং ১৪৬৭; আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: বিয়ে, হাদীস নং ২১৩৬।

করেছেন খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার স্মৃতি। তিনি তাঁর মৃত্যুর বছরটিকে দুঃখের বছর বলে অভিহিত করেছেন; কারণ এই দৃঢ়চিত্ত ও চরম সহিষ্ণু অন্তরে অপরাপর দুঃখ ও মসীবতগুলো যেমন ম্রীয়মান হয়ে পড়েছিল খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার বিরহের ব্যথাটি তেমন লাঘব হতে পারেনি।

একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা আলোচনা করছিলেন, তখন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন: মনে হয়, খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু ছাড়া দুনিয়াতে আর কোনো নারী নেই। উত্তরে তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন, তাঁর গর্ভে আমার সন্তানাদি জন্মেছিল।[১৬৩]

মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যখনই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার কথা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং অনেকক্ষণ যাবত তাঁর উত্তম প্রশংসা করেছেন। একদিন আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম, কতবার আপনি আলোচনা করবেন এই লাল চোয়ালবিশিষ্ট মহিলার কথা? আল্লাহ তা‘আলা তো আপনাকে তাঁর বদলে আরো ভালো ভালো স্ত্রী দিয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম কিছু দেননি। সে তো আমার এমন একজন ছিল যখন সকলে আমাকে অবিশ্বাস করেছিল তখন সে আমার ওপর ঈমান এনেছিল; যখন সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলছিল তখন সে আমাকে সত্যবাদী বলেছিল; যখন সকলে আমাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিল তখন সে

১৬৩. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: মানকিব, হাদীস নং ৩৮১৮।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: প্রিয়তমের বিদায়: হিজরী একাদশবর্ষ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন

এখন আমরা জীবনের চূড়ান্ত কঠিন পর্যায়ে ও শেষ কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশ করছি, যা একজন নারীর জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় পরিস্থিতি, আর তা হলো প্রিয়তমের বিদায় ও স্বামীর বিচ্ছেদ।

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বয়স মাত্র আঠারো বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রফীকুল আ'লা তথা সর্বোচ্চ বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রতিটি স্থানে ও বিষয়ে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। হিজরী ১১ সালের সফর মাসের কোনো একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে প্রবেশ করলেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা তখন বললেন: 'হায় যন্ত্রণায় আমার মাথা গেল'। (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ

বরং আমি আমার মাথা গেল বলার অধিক যোগ্য।[৩০৭]

তখন থেকেই মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বাড়িতে নবী

৩০৭. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: রুগী, হাদীস নং ৫৬৬৬, অধ্যায়: আহকাম (বিধিবিধান), হাদীস নং ৭২১৭।

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যথা শুরু হয়, আর এ ব্যথা ছিল তাঁর মাথা মোবারকে। একটি সাধারণ ব্যধি তাকে জর্জরিত করেছিল তা ছিল মাথাব্যথা। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রীদের পালা ভ্রমণ করতে লাগলেন। অসুস্থবোধ করার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন: আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা? আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার পালা বিলম্বিত হচ্ছে বলে ধারণা করেই এ প্রশ্ন করতেন। সুতরাং উম্মাহাতুল মুমিনীন তাঁকে যার ঘরে ইচ্ছে থাকার অনুমতি দিলেন। তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩০৮]

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার গৃহে অবস্থানের ইচ্ছার কারণ:

হয়ত কিছু লোক মনে করবে যে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার গৃহে অবস্থানের ইচ্ছার কারণ হলো তাঁর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা সায়্যিদা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে অনেক মর্যাদা ও সহজাত গুণাবলি দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন এবং তাকে প্রদান করেছেন বুদ্ধির পরিপূর্ণতা, স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সচেতন অন্তর্দৃষ্টি, স্মৃতির নাগালে যা কিছু আসে তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করার ক্ষমতা এবং ইজতিহাদের বিরল শক্তি। তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার গৃহে শুশ্রূষা গ্রহণ করা ও তাতে অবস্থান করার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

৩০৮. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: জানাযা, হাদীস নং ১৩৮৯, অধ্যায়: সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস নং ৩৭৭৪, অধ্যায়: মাগাযী, হাদীস নং ৪৪৫০, অধ্যায়: বিয়ে, হাদীস নং ৫২১৭; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাহাবীগণের ফযীলত, হাদীস নং ২৪৪৩।

দশম পরিচ্ছেদ:
আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মৃত্যু

মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর শাসনামলের শেষকাল ছিল আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার জীবনের শেষ দিন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল সাতষট্টি বছর। ৫৮ হিজরীর রমাদান মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করত: কেমন আছেন? তিনি বলতেন: আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। যারাই তাকে দেখতে আসতেন, তাঁকে সুসংবাদ দিতেন (ও ভালো ভালো কথা শোনাতেন), আর তিনি উত্তরে বলতেন: হায়, আমি যদি পাথর হতাম! হায়, আমি যদি মাটির টুকরো হতাম![৪০৩]

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা তাঁর অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান (কারণ, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহার মনে হলো যে, তিনিও এসে প্রশংসা করবেন ও সুসংবাদ দিবেন, তাই তাঁকে অনুমতি দিতে চাইলেন না)। অতঃপর তাঁর ভাতিজা তাঁকে বললেন: তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দিন; কারণ তিনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বোত্তম। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন: তোমরা আমাকে তার প্রশংসা থেকে মুক্ত রাখ। অবশেষে অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন: আপনাকে উম্মুল মুমিনীন নামকরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি খুশি হতে পারেন এবং এটি আপনার জন্মের আগে আপনার নাম ছিল। আপনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের

গাবাহ (২/১৫)।

৪০৩. ইবনে সা‘দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (৮/৭৫)।

মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নারীদের ওপর এমন যেমন সারীদ (অর্থাৎ গোশত ও রুটি দ্বারা তৈরি খাদ্য বিশেষ)-এর মর্যাদা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ওপর।”[৮৯৩]

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ وَأَزْوَاجِهِ الْمُطَهَّرَاتِ.

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র স্ত্রীগণের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

৮৯৩. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: নবীগণের ঘটনাবলি, হাদীস নং ৩৪১১, অধ্যায়: সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস নং ৩৭৬৯, অধ্যায়: আহার ও খাদ্যদ্রব্য, হাদীস নং ৫৪১৮; মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: সাহাবীগণের মর্যাদা, হাদীস নং ২৪৩১; তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, অধ্যায়: আহার ও খাদ্যদ্রব্য, হাদীস নং ১৮৩৪; ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: আস-সুনান, আহার ও খাদ্যদ্রব্য, হাদীস নং ৩২৮০।